Based on **Putin’s Master Plan**: To Destroy
Europe, Divide NATO, and Restore Russian Power and Global Influence

পুতিন’স মাস্টার প্লান

ইউরোপ ও ন্যাটোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার আধিপত্যের লড়াই

Based on **Putin’s Master Plan**: To Destroy
Europe, Divide NATO, and Restore Russian Power and Global Influence

পুতিন’স মাস্টার প্লান

ইউরোপ ও ন্যাটোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার আধিপত্যের লড়াই

ডগলাস শোয়েন ।। ইভান স্মিথ

অনুবাদ
আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা
রাকিবুল হাসান

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

পুতিন'স মাস্টার প্লান
ইউরোপ ও ন্যাটোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার আধিপত্যের লড়াই
মূল : ডগলাস শোয়েন, ইভান স্মিথ
অনুবাদ : আবু বকর সিদ্দীক
সম্পাদনা : রাকিবুল হাসান

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২২

স্বত্ব
প্রকাশক

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৭৫-৮-০

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

বাংলাবাজার পরিবেশক :
চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
৩৭৪ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

প্রিয়তমা সহধর্মিণী মাসনুনাহ সিদ্দিকী-কে,
টুকরো টুকরো সময়গুলো তারই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাকে ফাঁকি দেওয়া ব্যতীত এই কাজটি হয়তো আলোর মুখ দেখত না...

সূচি

প্রকাশকের কথা ১১
সম্পাদকের নোট ১৩
অনুবাদকের অভিব্যক্তি ১৫

প্রথম অধ্যায়

পুতিন'স মাস্টার প্লান-১৭

দ্য প্ল্যান ২২
আগামীর ইউরোপের সম্ভব্য স্বরূপ ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্য রাশিয়ান সেঞ্চুরি-৩৫

ইউক্রেন ৩৬
বেলারুশ ৩৮
মলদোভা ৪০
বাল্টিক অঞ্চল ৪১
ককেসাস অঞ্চল ৪৩
স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ফিনল্যান্ড এবং আর্কটিক ৪৫
বলকান অঞ্চল ৪৬
মধ্য ইউরোপ ৪৭
পশ্চিম ইউরোপ ৪৯
মধ্যপ্রাচ্য ৫০
মধ্য এশিয়া ৫২
পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ৫৩
সারাংশ ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

দ্য নিউ ওয়ারফেয়ার : রুশ অস্ত্রাগার-৫৭

পুতিনের সামরিক প্রস্তুতি ৫৯
রাশিয়ার হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার ৬৮
রাশিয়ার অর্থনৈতিক যুদ্ধ ৭১
সারাংশ ৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যাডোবক্সিং : গুপ্তচরবৃত্তি,
প্রোপাগান্ডা এবং সাইবার ওয়ারফেয়ার-৭৭

গুপ্তচরবৃত্তি	৭৯
প্রোপাগান্ডা	৮৩
সাইবার ওয়ারফেয়ার	৮৬
সারাংশ	৯১

পঞ্চম অধ্যায়

নৈরাজ্যের ফেরিওয়ালা : রাশিয়া, দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র এবং সন্ত্রাসবাদ-৯৩

আইএসের বিরুদ্ধে পুতিনের নকল যুদ্ধ!	৯৬
মস্কো-তেহরান জোট	১০২
উত্তর কোরিয়া	১০৭
ল্যাটিন আমেরিকা	১০৯
উপসংহার	১১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্বালানি অস্ত্র : রাশিয়ার তেল ও গ্যাস-১১৩

রাশিয়ার প্রাচুর্য, ইউরোপের দৈন্যতা	১১৫
রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার	১২০
পুতিনের সাথে পশ্চিমের বোঝাপড়া	১২৪

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বজুড়ে পুতিনের প্রক্সিবাহিনী-১২৯

রুশপন্থী রাজনৈতিক প্রক্সি	১৩১
লাটভিয়া	১৩১
এস্তোনিয়া	১৩৩
ইউক্রেন	১৩৪
মলদোভা	১৩৬
ডানপন্থী রাজনৈতিক প্রক্সি	১৩৮
ফ্রান্স	১৩৮
হাঙ্গেরি	১৪০
গ্রিস	১৪২
জার্মানি	১৪৩
বুলগেরিয়া	১৪৪

বামপন্থী রাজনৈতিক প্রক্সি ১৪৫
গ্রিস ১৪৫
স্পেন ১৪৬
মস্কোর প্রভাববলয় ১৪৭

অষ্টম অধ্যায়

ন্যাটো এবং রাশিয়া : ন্যাটো কীভাবে তার নিজের,
ইউরোপের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে-১৫১

দায়িত্ব পালনে ন্যাটোর অনীহা ১৫৪
ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্যতা ১৫৮
নেতৃত্ব সমস্যা ১৬৩
বাজি ১৬৬

পরিশিষ্ট

অ-পশ্চিমা দৃষ্টিতে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের শিকড় সন্ধান ১৬৯
আমার ইউক্রেন ভাবনা ১৮৩
চীন-রাশিয়া সম্পর্কে পশ্চিমের মিথ্যা বয়ান ১৯৬

প্রকাশকের কথা

বাটারফ্লাই ইফেক্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। আফ্রিকার জঙ্গলে একটা প্রজাপতির সামান্য ডানা ঝাপটানোর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রলয়ংকারী ঝড় ওঠার মতো সম্ভাব্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায় এই ধারণাটি দিয়ে। তো হাজার মাইল দূরের একটা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানোর ফলে যদি এখানে ঝড় উঠতে পারে, তাহলে একই মহাদেশের অপর প্রান্তে দুটো দেশের মধ্যে বেধে যাওয়া যুদ্ধের প্রভাব কি আমাদের ওপর পড়তে পারে না? ফলে একজন সচেতন নাগরিক-মাত্রই বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে টুকটাক খোঁজখবর রাখা নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই দরকার।

রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট একদিনে তৈরি হয়নি। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, ২০১৬ সালে লেখা এই বইটিতে লেখক এক প্রকারের নিশ্চয়তা সাথেই বলেছেন যে, রাশিয়া যেকোনো মূল্যে ইউক্রেন আক্রমণ করবে দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বইটি ২০১৬ সালে লেখা হলেও এতদিনে এর গুরুত্ব সামান্য কমা তো দূরের কথা; বরং বহুগুণ বেড়েছে। বিস্ময়করভাবে লেখক পাঁচ বছর পূর্বে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের যেসব পরিকল্পনার কথা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তার অনেক কিছুই এতদিনে বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। পাঁচ বছর পূর্বের প্রেক্ষাপটে পুতিনের সামনে ইউরোপ-আমেরিকা জোটের যে অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে লেখকের কলমে, আজকের বাস্তবতায় তা আরও বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে আপনার কাছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেবল পুতিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই এই বইয়ের মুখ্য বিষয় নয়, এখানে গোটা পশ্চিমা জোটের ভেতরগত রাজনৈতিক সংকট ও ক্ষমতার দেউলিয়াত্ব অত্যন্ত নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে।

শেষ কথা হচ্ছে, সময়ের সাথে এতটা প্রাসঙ্গিক আর গুরুত্ববহ একটি বই পাঠকদের উপহার দিতে পেরে আমরাও বেশ আনন্দিত। অতঃপর বইটি পড়ে পাঠকমহল উপকৃত হতে পারলেই আমাদের ত্যাগ ও শ্রম

সার্থক বলে বিবেচিত হবে। বইটির অনুবাদক আমার বন্ধুপ্রতিম অনুজ আবু বকর সিদ্দীক। তার আরও দুটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। আর বরাবরের মতোই রাকিবুল হাসান ভাই বইটির সম্পাদনায় বেশ শ্রম দিয়েছেন, টীকা-টিপ্পনী যোগ করেছেন এবং নিজ থেকে তিনটি প্রবন্ধের অনুবাদ সংযোজন করেছেন। তাকে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খাটো করব না।

পরিশেষে পাঠকদের বলতে চাই, বইটি পড়ে ভালো লাগলে অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার অভিব্যক্তি অবশ্যই শেয়ার করবেন। আপনাদের যেকোনো পরামর্শ ও মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে নানা স্তরে যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবাইকে এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক আপনাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রকাশনার পক্ষে,
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
addakhil791@gmail.com
০২/১২/২০২২ খ্রি.

সম্পাদকের নোট

সব মুদ্রারই দুটি পিঠ থাকে। একটি এপিঠ, আরেকটি ওপিঠ। যেকোনো বিষয়ের গভীরে ডুব দিতে চাইলে দুটি পিঠই উলটেপালটে দেখা আবশ্যক। মূল বইটি বর্তমান ইউক্রেন-রাশিয়া সংকটের পশ্চিমা বয়ান। এখানে ঘটনার অপর পাশ অনুপস্থিত। পুতিন ইউক্রেন সংকটকে কীভাবে দেখছেন? কেন তিনি এত মরিয়া? পশ্চিমারা যা বলছে তাই কি সত্য? নাকি অর্ধসত্য? নাকি নিছকই পশ্চিমা রাজনৈতিক হাতসাফাই?

ওপিঠ হিসেবে আমরা বইয়ে দ্বিতীয় আরেকটি অংশ সংযুক্ত করেছি। একটি পুতিনের নিজের রচনা। অত্যন্ত হাইপ্রোফাইল। ইউক্রেন সংকট বুঝতে পুতিনের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার কোনো বিকল্প নেই। বাকি দুটি লেখা দুজন অত্যন্ত শক্তিশালী স্কলারের। একজনের বয়ানে উঠে এসেছে ঘটনাগুলো। কখন, কেন, কীভাবে দ্বন্দ্বের সূচনা। সময়ের গা বেয়ে কীভাবে এতদূর গড়াল। আরেকজনের বর্ণনায় তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল ডিসকোর্সের স্বরূপ। ছোট্ট এই রচনাটি মূলত পশ্চিমা বয়ান বুঝার একটি বৃহত্তর ফ্রেমওয়ার্ক। শুধু ইউক্রেন সংকট নয়; বরং পৃথিবী নামক গ্রহের সর্বত্র পশ্চিমা কর্মকাণ্ড এবং সেই কর্মকাণ্ডের পশ্চিমা 'নিরীহ' চেহারা উন্মোচন করবে। ইভেন্ট এবং ইভেন্ট এনালিসিসের ফ্রেমওয়ার্ক—একত্রে দুটির সংমিশ্রণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেক গলি-ঘুপচি খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। ইনশাআল্লাহ।

রাকিবুল হাসান
শিক্ষার্থী; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১, ২৭, ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বরাবরই আমার আগ্রহের বিষয়। তবে মেডিকেলে পড়ে এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা একধরনের বিলাসিতাই বটে। কিন্তু চারিদিকে যখন কেবলই ইউক্রেন-রাশা যুদ্ধ নিয়ে হইহই রইরই, তখন এই বিষয়ের ওপর একটা কাজ করে ফেলার লোভ সামলাতে পারিনি।

প্রশ্ন জাগে এই সংঘাতের শেকড় কোথায়? এর উত্তর খোঁজার দীর্ঘ যাত্রার একেবারে শেষে এসে সাক্ষাৎ ঘটে একজনের সাথে। ভ্লাদিমির ভ্লাদিমিরোভিচ পুতিন! দ্য নিউ জার! রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বলি কিংবা রাশিয়া-পশ্চিমা সংঘাত, তাকে বিশ্লেষণ ব্যতীত কোনোকিছু বোধগম্য হবার নয়।

বর্তমানে সবার মনোযোগ কেবলই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের গতিবিধি এবং ফলাফল নিয়ে। কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কি কোনো কারণ ছাড়াই ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়েছেন? এজন্য তিনি কতদিন যাবৎ প্রস্তুতি নিয়েছেন? ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিন কী চাচ্ছেন? ইউরোপ নিয়ে তার পরিকল্পনা কী? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন নিয়ে কেন এত মরিয়া? ইউরোপ এবং বিশ্বব্যাপী ভ্লাদিমির পুতিনের শত্রু-মিত্র কারা? পাশাপাশি পুতিনের উত্থান, শক্ত হাতে রাশিয়ার হাল ধরা, চেচেন বিদ্রোহ দমন, জর্জিয়ায় আগ্রাসন এবং দখল, ক্রিমিয়া দখল নিয়ে অনেক কথা হলেও বাদবাকি বিশ্ব নিয়ে তার পরিকল্পনা ততটা আলোচিত নয়। বক্ষ্যমাণ বইটি পাঠকদের এসব প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করবে।

২০১৬ সালে প্রকাশিত হওয়া ডগলাস শোয়েন এবং ইভান স্মিথের এই বইটি মূলত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। সেসব পরিকল্পনার কিছু কিছু বাস্তবায়ন আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করছি। ২০২২ সালে এসে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শ্রদ্ধেয় রাকিবুল হাসান ভাইয়ের সম্পাদনা এবং সংযোজন পাঠককে হালনাগাদ সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবে। তাকে

ছাড়া বইটি অসম্পূর্ণ এবং সেকেলে থেকে যেত। তাই কেবল কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে ছোট করতে চাই না।

বইটি প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে প্রত্যাশা থাকবে বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি।

বিনীত
আবু বকর সিদ্দিক
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
ম-৫৬

প্রথম অধ্যায়
পুতিন'স মাস্টার প্লান

> ২৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ভোর পাঁচটায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা ইউক্রেনের আধা-স্বায়ত্তশাসিত ক্রিমিয়া অঞ্চলের রাজধানী সিমফেরোপলের সুপ্রিম কাউন্সিল অব ক্রিমিয়ায় অতর্কিত হামলা শুরু করে। সুপ্রিম কাউন্সিলের নিকটস্থ একজন স্থানীয় রুশপন্থী এক্টিভিস্ট সাংবাদিকদের জানায়, 'বন্দুকধারীদের দেখতে মোটেও স্বেচ্ছাসেবক কিংবা অপেশাদার মনে হচ্ছিল না। তারা ছিল পুরোদস্তর পেশাদার। এটি স্পষ্টতই একটি সুপরিকল্পিত অপারেশন ছিল। ... কিন্তু তাদের পরিচয়? সেটা কেউ-ই জানত না। তারা ছিল মাত্র ৫০-৬০ জনের একটি সুসজ্জিত দল।'[১]

এই রহস্যময় বন্দুকধারীরা সুপ্রিম কাউন্সিলের ইউক্রেনীয় পতাকা নামিয়ে সেখানে রুশ পতাকা উত্তোলন করে। ভোরের আলোয় সমগ্র ক্রিমিয়ান পেনিনসুলাজুড়ে এই অজ্ঞাত ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের কয়েক ডজন দল সরকারি, সামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামোগুলো দখল করে নেয়। সেগুলোর সর্বত্রই তারা রুশ পতাকা উত্তোলন করে এবং সব ধরনের প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দেয়।[২][৩]

---

[১] Quoted in Associated Press, "Pro-Russia Gunmen Seize Government Buildings in Ukraine's Crimea," Los Angeles Times, February 27, 2014, http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-ukraine-crimea-20140227-story.html.

[২] 2 Andrew Higgins, "Grab for Power in Crimea Raises Secession Threat," New York Times, February 27, 2014, http://www.nytimes.com/2014/02/28/world/europe/ukraine-tensions.html?_r=0.

[৩] ক্রিমিয়া ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত এবং তিন দিক দিয়েই কৃষ্ণ সাগর বেষ্টিত। ফলে কৌশলগতভাবে ক্রিমিয়া শত শত বছর ধরেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ইউক্রেন স্বাধীন হয়, যা পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ইউনিয়ন ছিল। কিন্তু ক্রিমিয়াতে রাশিয়ান সেনাঘাঁটি ছিল। এবং ক্রিমিয়ানরাও জাতিগতভাবে রুশ।

২০১৪ সালে ইউক্রেনের রুশপন্থী প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে রেভ্যুলুশন অব ডিগনিটি। এর মাধ্যমে ২২শে ফেব্রুয়ারি ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ঠিক এর উলটো ঘটনা ঘটে ক্রিমিয়াতে, সেখানে রাশিয়ার পক্ষে এবং

শীঘ্রই এই ইউনিফর্মধারী অজ্ঞাত সৈন্যদল বিশ্বব্যাপী 'লিটল গ্রিন ম্যান' (Little Green Men) নামে পরিচিতি লাভ করে, যারা কিনা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। তবে এই 'লিটল গ্রিন ম্যান' মঙ্গলগ্রহ থেকে আসেনি। বরং তারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরাসরি নির্দেশে রাশিয়া থেকেই এসেছিল। ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের দশকব্যাপী আগ্রাসী হস্তক্ষেপের প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণকারী বিশ্লেষকরা তাৎক্ষণিকভাবে তার দিকেই আঙুল তুলেছিলেন। রাশিয়াকে একটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আগ্রাসী পরিকল্পনার অধীনে ইউক্রেনে রাশিয়ার এই সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ একটি নতুন যুগের সূচনা করে।

শীঘ্রই বিশ্ববাসীর নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সেই লিটল গ্রিন ম্যানরা প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান স্পেৎনাজ ফোর্স ছিল এবং ভ্লাদিমির পুতিন নিজেও শেষ পর্যন্ত এটা স্বীকার করেছেন।[৪] তিনি ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ আরও সংহত করতে এবং একে রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত করতে খুব দ্রুত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ক্রিমিয়া দখলের এক মাসের মধ্যেই ক্রিমিয়ার সময়রেখার সাথে মস্কোর সময়রেখার সমন্বয় করা হয়।[৫] ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসন এবং রাশিয়ার ভূখণ্ডে ক্রিমিয়াকে সংযুক্তকরণের পর রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব-ইউক্রেনে সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে।[৬]

ভ্লাদিমির পুতিনের সেই বাহিনী যখন ক্রিমিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তখনও অধিকাংশ মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদ রাশিয়ার এই ভৌগোলিক আগ্রাসনের ভয়াবহতা পুরোপুরি স্বীকার বা উপলব্ধিই করতে পারেনি। শুধু পোল্যান্ডের

ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। এক মাস পর, মার্চ মাসের ১৬ই তারিখ গণভোটের মাধ্যমে ক্রিমিয়া ইউক্রেন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং এর দুদিন পর অঞ্চলটি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইউক্রেনের অধীনে থাকাকালীনও ক্রিমিয়া অঞ্চলটি পুরোপুরি ইউক্রেনের অধীনস্থ ছিল না, তারা বেশ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত।—সম্পাদক

[৪] "[Putin: The Russian military acted in Crimea]," Svoboda.org, April 17, 2014, http://www.svoboda.org/content/article/25352506.html.

[৫] Vitaly Kadchenko, "[At 22:00 in Crimea and Sevastopol, the clock hands will be moved forward two hours—to Moscow time]," Channel One, March 29, 2014, http://www.1tv.ru/news/social/255292.

[৬] Thomas Grove and Warren Strobel, "Special Report: Where Ukraine's Separatists Get Their Weapons," Reuters, July 29, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/07/29/us-ukraine-crisis-arms-specialreportidUSKBN0FY0UA20140729.

তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাডোসলাও সিকোরস্কি ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন, 'এভাবেই আঞ্চলিক সংঘাত শুরু হয়। খুবই বিপজ্জনক এক খেলা।'[৭]

সিকোরস্কি ঠিকই বলেছিলেন—ইউক্রেনে আগ্রাসনের মাধ্যমে ভ্লাদিমির পুতিন ইউরোপকে এমন এক বিপজ্জনক সংঘাত ও অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, যেটা স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর আর কখনো দেখা যায়নি। ক্রিমিয়া দখল এবং পূর্ব-ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে রাশিয়া বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোতে আন্তঃসীমান্ত অভিযান পরিচালনা করেছে।[৮] রাশান ফাইটার বিমানগুলো মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলোকে উসকানি দিচ্ছে[৯] এমনকি রাশিয়া প্রতিবেশী দেশগুলোর আকাশসীমায় পারমাণবিক বোমারু বিমান পর্যন্ত পাঠিয়েছে।[১০] বাস্তবে ভ্লাদিমির পুতিন এতটাই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন যে, তিনি রাশিয়াকে ন্যাটোর সাথে একটি সর্বাত্মক পারমাণবিক সংঘর্ষে ঠেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন।[১১] পৃথিবীর সৌভাগ্য যে স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছিল। বর্তমানে আমাদের আবারও সেই সৌভাগ্যের প্রয়োজন হতে পারে।

ভ্লাদিমির পুতিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়।[১২] তিনি রাশিয়া থেকে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বুলগেরিয়া[১৩] এবং স্লোভাকিয়ার[১৪]

---

[৭] Radosław Sikorski, quoted in Haroon Siddique, Tom McCarthy, and Alan Yuhas, "Crimean Parliament Seizure Inflames Russian-Ukrainian Tensions—Live," Guardian, February 27, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/ukraine-pro-russian-gunmen-seize-crimea-parliament-liveupdates?view=desktop#block-530efb46e4b0ddf5cbe7ba63

[৮] "Estonia Angry at Russia 'Abduction' on Border," BBC News, November 5, 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-29078400.

[৯] Barbara Starr, "U.S., Russian Aircraft Came within 10 Feet over Black Sea," CNN Politics, last modified June 12, 2015, http://www.cnn.com/2015/06/11/politics/us-russia-aircraft-black-sea/.

[১০] Barbara Starr, "U.S., Russian Aircraft Came within 10 Feet over Black Sea," CNN Politics, last modified June 12, 2015, http://www.cnn.com/2015/06/11/politics/us-russia-aircraft-black-sea/.

[১১] Roland Oliphant, "Mapped: Just How Many Incursions into Nato Airspace Has Russian Military Made?," Telegraph, May 15, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11609783/Mapped-Just-how-manyincursions-into-Nato-airspace-has-Russian-military-made.html.

[১২] Max Fisher and Javier Zarracina, "How a Crisis in Estonia Could Lead to World War III: A Flowchart," Vox, June 29, 2015, http://www.vox.com/2015/6/29/8858909/russia-war-flowchart.

[১৩] "Russia Examines 1991 Recognition of Baltic Independence," BBC News, June 30, 2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-33325842.

মতো দেশগুলোকেও রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতে রাজি নন তিনি। তাই গ্রিস এবং এর ইউরোপীয় ঋণদাতাদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলমান বিরোধের সুযোগ নিয়ে রাশিয়াকে তিনি বিপর্যস্ত ও ত্যক্ত গ্রিসের বিকল্প মিত্র এবং সম্ভাব্য আর্থিক ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করছেন[১৫]। ভ্লাদিমির পুতিনের দৃষ্টি ইউরোপের বাইরেও প্রসারিত। যেমন, বাশার আল-আসাদের সমর্থনে সিরিয়ায় সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ,[১৬] ইরানের আয়াতুল্লাহদের কাছে পারমাণবিক প্রযুক্তি হস্তান্ত[১৭] এবং উত্তর কোরিয়ার উন্মাদ কিম জং উনের সাথে বাণিজ্যচুক্তি[১৮]। সিরিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া—প্রতিটি দেশের সাথে রাশিয়ার যোগসাজশ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

কারও কারও কাছে ভ্লাদিমির পুতিনকে ক্ষমতা, সহিংসতা এবং বিজয়ের নেশায় আচ্ছন্ন এক পাগলাটে স্বৈরশাসক বলে মনে হতে পারে, যিনি সময়ে-সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সার্বভৌমত্বে প্ররোচনামূলক আঘাত হেনেই যাচ্ছেন। তবে বাস্তবে সত্য উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং আরও শক্তিশালী। সত্য হচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিন ভূ-রাজনীতির একজন তুখোর খেলোয়াড়। ইউরোপের ঐক্য বিনষ্ট করা, ন্যাটোকে অকার্যকর করে দেওয়া, বিশ্বব্যাপী রাশিয়ার প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সর্বোপরি আঞ্চলিক আধিপত্য ও বৈশ্বিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গোটা পশ্চিমকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়াই হলো তার প্রধান পরিকল্পনা। সর্বোপরি তার পরিকল্পনা কাজও করছে।

---

[১৪] Gary MacDougal, "Putin Targets Pro-Western Bulgaria: Moscow Doesn't Always Need Tanks and Troops When Trying to Dominate Its Neighbors," Wall Street Journal, June 28, 2015, http://www.wsj.com/articles/SB11614593350830634792804581050061429233274

[১৫] Jackson Diehl, "Eastern Europeans Are Bowing to Putin's Power," Washington Post, October 12, 2014, http://www.washingtonpost.com/opinions/jacksondiehl-eastern-europeans-are-bowing-to-putins-power/2014/10/12/2adbf-4c24fd0-11e4-babe-e91da079cb8a_story.html.

[১৬] Joergen Oerstroem Moeller, "Greece: A Nation Divided—Will Russia Take the Initiative?," Huffington Post: "World Post," June 29, 2015, http://www.huffingtonpost.com/joergen-oerstroem-moeller/greece-a-nation-dividedw_b_7689550.html.

[১৭] Henry Meyer, Stepan Kravchenko, and Donna Abu-Nasr, "Putin Defies Obama in Syria as Arms Fuel Assad Resurgence," Bloomberg, April 3, 2014, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-02/putin-defies-obama-in-syriaas-arms-fuel-assad-resurgence.

[১৮] Associated Press in Moscow, "Russia to Build Two More Nuclear Reactors in Iran: Deal Reflects Moscow's Intention to Deepen Ties with Tehran before Possible Relaxing of Western Sanctions against Iran," Guardian, November 12, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/russia-nuclearreactors-iran.

বিপরীতে মার্কিন এবং ইউরোপীয় নেতারা পুতিনের চ্যালেঞ্জের পর্যাপ্ত বা জোরালো প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাস্যকর এবং অহেতুক প্রস্তাবনা রাখেন—যেমন পোলিশ গুদামে আমেরিকান ট্যাঙ্কের মজুদ গড়ে তোলা;[১৯] যেখানে ভ্লাদিমির পুতিন ক্রমবর্ধমানভাবে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধি করছেন[২০] এবং বিজিত ইউক্রেনীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছেন।[২১]

রাশিয়া তার কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রাগার দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ২০১০ সালের নতুন স্টার্ট (New START) চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।[২২] ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো ভাবনার লেশমাত্র নেই। কেবল প্রাক্তন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং স্নায়ুযুদ্ধের ঝানু খেলোয়াড় জেবিগনিউ ব্রজেজিনস্কি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই রাশিয়ার সাথে একটি স্নায়ুযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি'।[২৩] অথচ এখনো বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তোলা রাশিয়ার পাগলাটে সামরিক আগ্রাসনকে মার্কিনী রাজনীতিবিদরা তুচ্ছজ্ঞান করছে।

এই বইটি ভ্লাদিমির পুতিনের সামগ্রিক গ্লোবাল স্ট্রাটেজিকে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যাখ্যা করার প্রথম বৃহৎ প্রচেষ্টা। ভ্লাদিমির পুতিনের কার্যক্রমের ফলে ইতিমধ্যেই ন্যাটো

---

[১৯] Kim Yonho, "Russia, North Korea Boost Economic Ties," Voice of America, March 22, 2015, http://www.voanews.com/content/russia-north-korea-boosteconomic-ties/2690186.html.

[২০] Thomas Gibbons-Neff, "Pentagon to Boost Military Equipment in Europe amid Moscow Anger," Washington Post, June 23, 2015, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-to-boost-military-equipmentin-europe-amid-moscow-anger/2015/06/23/a2ad65c5-161c-4478-a414-c6da43119b7b_story.html.

[২১] 19 Maria Tsvetkova, "Putin Says Russia Beefing Up Nuclear Arsenal, NATO Denounces 'Saber-Rattling,'" Reuters, June 26, 2015, http://www.reuters.com/article/2015/06/16/us-russia-nuclear-putin-idUSKBN0OW17X20150616.

[২২] START-I চুক্তি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তি। ১৯৯১ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়, যদিও চুক্তির আলোচনা চলেছে পূর্ববর্তী এক দশক ধরে। ১৯৮২ সাল থেকে চুক্তির খসড়া তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৯১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ১৯৯৪ সাল থেকে কার্যকর হয়, যার মেয়াদ ছিল ২০০৯ সাল পর্যন্ত। চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—কেউই ছয় হাজারের বেশি পারমাণবিক ওয়ারহেড এবং ১৬০০-এর বেশি ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম) রাখতে পারবে না।

২০০৯ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০১০ সালে নিউ স্টার্ট নামে নতুন আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মেয়াদ ২০১৬ সাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৯১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত স্টার্ট টু ও স্টার্ট থ্রি নামে আরও কিছু চুক্তি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল, যা আলোর মুখ দেখেনি।—সম্পাদক

[২৩] Drones Find Russian Base inside Ukraine: Aerial Footage Finds Smoking-Gun Evidence of Russian Army Involvement in the Conflict; More War Is Inevitable," Daily Beast, June 30, 2015, http://www.thedailybeast.com/articles/2015/06/30/apparent-russian-base-found-in-ukraine.html.

জোটে অনৈক্যের আভাস লক্ষ করা যাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে পশ্চিমাদের সাথে রাশিয়ার সর্বাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে পশ্চিমের কাছে অকার্যকর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতীকী কিছু পদক্ষেপ ছাড়া পুতিনের সর্বাত্মক আগ্রাসন মোকাবিলার কোনো সুসংহত স্ট্রাটেজি, কোনো সূক্ষ্ম পরিকল্পনা কিংবা কোনো কার্যকরী কৌশল নেই।

দ্য প্ল্যান

ভ্লাদিমির পুতিনের মূল উদ্দেশ্য আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যকার ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টি করা, ন্যাটো জোটে[২৪] ফাটল ধরানো এবং একে অকার্যকর করে ফেলা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের[২৫](ইইউ) ঐক্যকে বিনষ্ট

---

[২৪] ন্যাটো বা নর্থ আর্টলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সামরিক জোট। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের দুইপাশে অবস্থিত দুই মহাদেশ—আমেরিকা ও ইউরোপের সমন্বয়ে গঠিত। জোটের প্রধান সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অবস্থা বেশ নাজুক ছিল এবং অনেক রাষ্ট্রই অস্ত্রখাতে বিনিয়োগের সামর্থ্য ছিল না, অনেক দেশের সামর্থ্য ছিল কিন্তু ইচ্ছা ছিল না। কারণ মাত্রাতিরিক্ত অস্ত্রবাজি ইউরোপে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ বয়ে এনেছে। কিন্তু ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকিও ক্রমবর্ধমান। এমতাবস্থায় ইউরোপিয়ান দেশগুলোর নিরাপত্তারক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক জোট গড়ে তোলে যা অনেকটা ইউরোপিয়ান দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয়ে নিয়ে আসার মতোই। ন্যাটোর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই জোটের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ, জোটভুক্ত সব দেশের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সব রাষ্ট্র তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে বাধ্য।—সম্পাদক

[২৫] ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ২৭টি; ইউরোপিয়ান দেশের একটি জোট। এর আদি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের নতুন করে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, ১৯৪৮ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছয়টি দেশ। তখন এটি ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি নামে পরিচিত ছিল। কয়েক ধাপে নাম পরিবর্তন হয়ে ইইউ হয়েছে। নিছক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও বর্তমানে ইইউকে বলা হয় Supranational Organization বা এমন প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রের চেয়েও ক্ষমতাধর, কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক গতানুগতিক চিন্তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অনুযায়ী বর্তমান রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে জাতিরাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ওপর কোনো 'সুপ্রান্যাশনাল' কর্তৃপক্ষ নেই, এবং বর্তমান রাষ্ট্রগুলো 'ইগোইস্টিক'। অর্থাৎ রাষ্ট্র কখনো নিজের সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে ভাগ বসাতে দেয় না। এবং এই কারণেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সফল হতে পারে না, কারণ কোনো রাষ্ট্রই চায় না একমাত্র রাষ্ট্র বাদে ভিন্ন কেউ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাক গলাক।

এ ক্ষেত্রে শুধু ইইউ ব্যতিক্রম। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিজস্ব মুদ্রা আছে, (ইউরো)। বর্তমান বিশ্বের প্রভাবশালী এই মুদ্রাটি কোনো দেশের মুদ্রা নয়, এটি একটি সংগঠনের মুদ্রা! যা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটনা। অনুরূপ ইইউর নিজস্ব পাসপোর্ট আছে, যে পাসপোর্টের মাধ্যমে ইইউভুক্ত সমস্ত দেশে ভ্রমণ করা যায়। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র ইইউতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিতে হয়। ইইউর এখন বহু অঙ্গসংস্থা রয়েছে, সেগুলোতেও চাঁদা দিতে হয়।

ইইউতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড রয়েছে, সেগুলো পূর্ণ করতে হয়। এসব মানদণ্ডের ভেতর রয়েছে পুঁজিবাদি বা বাজার অর্থনীতি, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, সমানাধিকার-সহ আরও অনেক। এসব শর্ত পূরণ করতে গিয়ে অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যেমন ইইউর নীতি অনুযায়ী সমকামিতা 'অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। কোনো রাষ্ট্র এর সদস্য হতে

করা এবং ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে এমনকি তার বাইরেও রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা—সর্বোপরি এসবের মাধ্যমে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনা করা। এটি আমাদের স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যকার দ্বিমেরু প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উত্তেজনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশ বিশেষত ইউক্রেন এবং জর্জিয়া[২৬] অন্তত ২০০৮ সাল থেকেই ভ্লাদিমির পুতিনের এসব পরিকল্পনার চরম বাস্তবতার সাথে বসবাস করে আসছে। সামরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোও পুতিনের সহজ লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু পুতিনের নজর বড় পুরস্কারের দিকে। ন্যাটো নিজেই এখন হুমকির সম্মুখীন।[২৭] অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নও দিন দিন আরও নড়বড়ে হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের অপ্রত্যাশিতভাবে সরে আসা[২৮] আসন্ন ইউরোপিয়ান বিভাজনের একটি অশুভ লক্ষণ।[২৯] পাশাপাশি পশ্চিমা মূল্যবোধ[৩০] ক্রমাগত ক্রেমলিনের 'নগ্ন

চাইলে সমকামীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ইউরোপের অনেক রক্ষণশীল রাষ্ট্রে এসব নিয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে। এবং ইইউর অনেক অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বহুরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আন্দোলন বেগবান হচ্ছে।—সম্পাদক

[২৬] রাশিয়ার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়া জর্জিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত সাউথ ওশেটিয়া নামক অঞ্চলটি দখল করে নেয়। এটি ছিল একুশ শতকে ইউরোপের অভ্যন্তরে সংগঠিত প্রথম যুদ্ধ। যার জন্য সাধারণত রাশিয়াকে দায়ী করা হয়। বইয়ের দ্বিতীয় অংশে জর্জিয়া সংকট নিয়ে আরও বিস্তারিত আলাপ থাকবে।—সম্পাদক

[২৭] Judy Dempsey, "NATO's European Allies Won't Fight for Article 5," Carnegie Europe, June 15, 2015, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=60389.

[২৮] Rem Korteweg, "Beware the Four Horsemen Circling Europe: Greece, Russia, Migrants and the Brexit;
The Risk of a Greek Default and Eurozone Exit Poses the Most Acute Danger," Independent, June 24, 2015, http://www.independent.co.uk/voices/comment/beware-the-four-horsemen-circling-europe-greecerussia-migrants-and-the-brexit-10343447.html.

[২৯] ব্রিটেন ১৯৭৩ সালে তৎকালীন ইউরোপিয়ান কম্যুনিটিতে (যা বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পূর্বসূরি) যোগদান করে। কিন্তু যোগদানের পর থেকে কখনোই ব্রিটেন ইইউর সাথে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করেনি। কারণ ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটেন নিজেকে ইউরোপের বড় ভাই মনে করে। কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অংশ হিসেবে বহু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ব্রিটেন গ্রহণ করেনি, সিদ্ধান্ত হয়েছে ইইউর হেডকোয়ার্টার ব্রাসেলসে। এই দ্বন্দ্ব লন্ডন বনাম ব্রাসেলস দ্বন্দ্ব হিসেবে পরিচিত। ইইউর সাথে বৃটেনের সমস্যা বহুমাত্রিক। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব, অভিবাসন, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটা বহু রাষ্ট্রের নিকটই গুরুত্বপূর্ণ, যা পূর্বেই বলেছি। ইইউ তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে একটা দেশের ওপর, এটি অনেক দেশই সহ্য করতে পারে না। বিশেষত যখন ইইউর সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিন্তু ইইউর নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র ইইউর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এরকম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে অভিবাসন। আরব বসন্তের পর, বিশেষত ২০১৫ সালে সিরিয়ায় রাশিয়ার হস্তক্ষেপের পর মর্মান্তিক শরণার্থী সমস্যা শুরু হয়। লাখ লাখ সিরীয় ইউরোপে পৌঁছে। এবং একে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। কারণ বহু রাষ্ট্রই শরণার্থী নিতে আগ্রহী ছিল না।

প্রোপাগান্ডার' শিকার হচ্ছে।[৩১] প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ই-মেইল রাশিয়ান হ্যাকাররা যেভাবে ক্র্যাক করেছে,[৩২] সেভাবেই রাশিয়ার সাবমেরিনগুলো সুইডিশ জলসীমায় নিয়মিত অনুপ্রবেশ করছে।[৩৩] বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করা এবং এই স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি যে, এগুলো নিছক কোনো উসকানি নয়। বরং এগুলো একটি সূক্ষ্ম ও বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

বিশেষত যেসব দেশ নিজেরাই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী না। আবার হাঙ্গেরির মতো কিছু দেশ-বিদেশিদের প্রতি কট্টর বিদ্বেষের কারণেও শরণার্থীদের জায়গা দিতে আগ্রহী ছিল না।

ব্রিটেন ইইউ থেকে বের হয়ে যাবে কি যাবে না তা নিয়ে ২০১৬ সালে গণভোট হয়েছে। বের হয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়া ব্রেক্সিট হিসেবে পরিচিত। ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ৫১ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। ইইউকে দেখা হয় 'সর্ব-ইউরোপিয়ান' ঐক্য ও পরিচিতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে, সেখানে ব্রেক্সিটকে দেখা হয় সেই সর্ব-ইউরোপিয়ান ঐক্য ও পরিচিতির মুখে চপেটাঘাত হিসেবে। ২০২০ সালের ৩১শে জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে যায়। এবং ব্রিটেনই ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়া একমাত্র দেশ।—সম্পাদক

[৩০] পূর্বেও বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছি। ইইউ ইউরোপের সমস্ত দেশের ওপর একই ধরনের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে ইচ্ছুক—পুঁজিবাদী লিবারেল মূল্যবোধ। কিন্তু ইউরোপের সব দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা এক নয়। ইউরোপের কেন্দ্রে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো অনেক উন্নত এবং লিবারেল সংস্কৃতির সমর্থক। পক্ষান্তরে পূর্ব-ইউরোপ, বলকান ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো এখনো প্রধানত ধর্মবিশ্বাসী, রক্ষণশীল এবং শিল্পায়িত নয়। ফলে শিল্পায়িত রাষ্ট্রের 'মূল্যবোধ' তাদের মতো কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রচুর সমস্যা তৈরি করছে। এমনকি এই অঞ্চলের অনেক দেশ ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানির মতো দেশগুলোর খদ্দেরদের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রস্টিটিউট সাপ্লাইয়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৪-১৫ বছর বয়সেই এদেরকে পাচার করে দেওয়া হয়। যেহেতু ইইউভুক্ত সব দেশের নাগরিক সব দেশে ভিসা ছাড়াই যেতে পারে, তাই পাচারকারীদের তেমন কোনো বেগও পোহাতে হয় না। মোদ্দাকথা, ইউরোপিয়ান 'মূল্যবোধ' ঘিরে খোদ ইইউতেই অসন্তোষ, ক্ষোভ এবং অনেক কান্না লুকিয়ে আছে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। একে তারা দেখে থাকে 'ইউরোপ' কর্তৃক 'ইউরোপের' উপনিবেশায়ন হিসেবে!

রাশিয়াও ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীল দেশ। পশ্চিমা মূল্যবোধ হিসেবে যা চর্চিত, রাশিয়া কখনোই তা চর্চায় আগ্রহ দেখায়নি। সমকামিতার মতো বিষয়গুলো রাশিয়া ও প্রান্তিক ইউরোপিয়ান দেশগুলোর যৌথ দুশ্চিন্তার বিষয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসব ইস্যুতে রাশিয়া ও এই দেশগুলোর মাঝে সহমত আছে। লেখক এই বিষয়টিকেই পশ্চিমা মূল্যবোধের ওপর রাশিয়ার 'নগ্ন' হস্তক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মুদ্রার ঠিক বিপরীত পার্শ্বের লোকেরাও নিজ নিজ সংস্কৃতির ওপর গুটিকতেক ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রের দাদাগিরিকে 'নগ্ন' হস্তক্ষেপ হিসেবেই দেখে থাকে।—সম্পাদক

[৩১] 32 Quoted in Nicole Gaouette and Brian Wingfield, "U.S. Creates Russia Sanctions Loophole to Counter Kremlin Spin," Bloomberg, June 4, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-04/u-s-creates-russia-sanctionsloophole-to-counter-kremlin-spin.

[৩২] Michael S. Schmidt and David E. Sanger, "Russian Hackers Read Obama's Unclassified Emails, Officials Say," New York Times, April 25, 2015, http://www.nytimes.com/2015/04/26/us/russian-hackers-read-obamas-unclassified-emails-officials-say.html.

[৩৩] Jeremy Bender, "Sweden Confirms It Launched a Second Hunt for a Suspected Russian Submarine in October," Business Insider, January 15, 2015, http://www.businessinsider.com/sweden-second-hunt-for-possible-russiansubmarine-2015-1.

রুশ আগ্রাসনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে, ভ্লাদিমির পুতিন প্রতিনিয়ত কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন। রাশিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জর্জিয়া, ইউক্রেন, বাল্টিক অঞ্চল এবং মালদোভা-সহ প্রতিবেশী দেশগুলিতে যুদ্ধ ও সংকট উসকে দিচ্ছে। রাশিয়া ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিক চলাকালীন জর্জিয়ায় আগ্রাসন চালিয়ে দক্ষিণ ওসেটিয়া এবং আবখাজিয়াকে জর্জিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেখানকার বাসিন্দাদের রাশিয়ান পাসপোর্ট প্রদান করে এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে জর্জিয়ান ভূখণ্ডকে সংযুক্তির কাজ শুরু করে।[৩৪] ২০১৪ সালে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ান ফেডারেশনে সংযুক্তিকরণ এবং পূর্ব ইউক্রেনে দীর্ঘমেয়াদি সংকট সৃষ্টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।[৩৫] বাল্টিক রাষ্ট্র যেমন এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া প্রায়শই রাশিয়া কর্তৃক ব্যাপক পর্যায়ের সাইবার হামলা এবং আকাশসীমা লঙ্ঘনের শিকার হয়। এমনকি ২০১৪ সালে একজন এস্তোনিয়ান ইন্টার্নাল সিকিউরিটি সার্ভিস অফিসারকে আন্তঃসীমান্ত অভিযানে অপহরণ করা হয়েছিল।[৩৬] মালদোভায় এক হাজারেরও বেশি রাশিয়ান কমব্যাট ফোর্স ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্র ট্রান্সনিস্ট্রিয়ার নিরাপত্তায় নিয়োজিত, যেটিকে আজ অবধি জাতিসংঘের কোনো সদস্য স্বীকৃতি দেয়নি।[৩৭] একজন নেতৃস্থানীয় ইউক্রেনীয় ব্যবসায়ী এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মন্তব্য করেন: 'ক্রেমলিনে সন্দেহাতীতভাবে ভ্লাদিমির পুতিনই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তিনি অপেক্ষা করেন, অভিনয় করেন, সুযোগের সন্ধান করেন এবং কোনো দুর্বলতা খুঁজে পেলে তৎক্ষণাৎ এর ফায়দা হাসিল করতে কোনো ভুল করেন না। বাল্টিক অঞ্চল, উত্তর কাজাখস্তান এবং নিকটে কিংবা দূরে যেখানেই রুশ জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, সেখানেই ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। তিনি সুযোগের অপেক্ষা করেন এবং উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানেন।'[৩৮] ভ্লাদিমির পুতিনের অব্যাহত উসকানিমূলক আচরণ ও হস্তক্ষেপ বড় কিছুর ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু

---

[৩৪] Mala Otarashvili, "Russia's Quiet Annexation of South Ossetia," Foreign Policy Research Institute, February 2015, http://www.fpri.org/article/2015/02/russiasquiet-annexation-of-south-ossetia/.

[৩৫] Jo Becker and Steven Lee Myers, "Russian Groups Crowdfund the War in Ukraine," New York Times, June 11, 2015, http://www.nytimes.com/2015/06/12/world/europe/russian-groups-crowdfund-the-war-inukraine.html.

[৩৬] "Estonia Angry at Russia 'Abduction,'" BBC.

[৩৭] "Transnistria Shapes Up as the Next Ukraine-Russia Flashpoint," Financial Times, June 3, 2015, http://blogs.ft.com/the-world/2015/06/transnistria-shapesup-as-next-ukraine-russia-flashpoint/.

[৩৮] Quoted in Douglas E. Schoen, "Colder Temperatures: Ukraine's Situation Continues to Decline," New Criterion 33, no. 5 (January 2015), 43, http://www.newcriterion.com/articles.cfm/colder-temperatures-8056.

পশ্চিমারা তার আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার গুরুত্বকে খুব কমই উপলব্ধি করতে পেরেছে।

পুতিন রাশিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও তার হাত প্রসারিত করেছেন। ২০১৫ সালের অক্টোবরে তার দীর্ঘদিনের মিত্র বাশার আল-আসাদের সমর্থনে সিরিয়ায় রুশ সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেন।[৩৯] রাশিয়ান এয়ারফোর্স আইএস ও বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে আসাদের ধুঁকতে থাকা সিরিয়ান আরব আর্মিকে বাঁচিয়ে দেয়। রাশিয়ান স্টেট মিডিয়ায় ভাষায় এতে সামগ্রিক পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়।[৪০] সিরিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের আকস্মিক হামলা হস্তক্ষেপবাদের (Interventionism)[৪১] একটি তুখোর চাল ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই হস্তক্ষেপের ফলাফল ছিল ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়াতে ব্যর্থ পশ্চিমা আগ্রাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাশিয়া তার অপ্রতিরোধ্য এয়ারফোর্স ব্যবহার করে সিরিয়ায় আসাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে, আইএস ও আল-কায়েদাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে এবং সিরিয়া ও পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে রুশ সামরিক উপস্থিতি প্রসারিত করেছে।[৪২] কিন্তু প্রথমদিকে পশ্চিমা নেতারা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে এই হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভ্লাদিমির পুতিন মারাত্মক বোকামি করছেন। এসময় বারাক ওবামা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'রাশিয়ার

---

[৩৯] "[Putin names the main task of Russian forces in Syria]," Interfax.ru, October 11, 2015, http://www.interfax.ru/russia/472593

[৪০] Quoted in "Putin Orders Start of Russian Military Withdrawal from Syria, Says 'Objectives Achieved,'" RT, March 14, 2016, https://www.rt.com/news/335554-putin-orders-syria-withdrawal/.

[৪১] আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহিরাগত কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না, এবং বর্তমান বিশ্বকাঠামোয় এর সুযোগও নেই। এই নীতিকে বলা হয় নন-ইন্টারভেনশনিজম। ফলে আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু ইইউ, যাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অনেক বড় একটা অংশ ইইউর হাতে ছেড়ে দিতে হয়। এবং এই নন-ইন্টারভেনশনিজমের ফলেই কোনো রাষ্ট্র যেকোনো ছুতোয় অন্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে না। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু ভ্লাদিমির পুতিন এই নীতির গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন। তবে ইইউ প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই এই নীতি বিসর্জন দিয়েছে এবং তা নিয়ে ইউরোপে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। বইয়ে লেখকদের সবচেয়ে উদ্ভট যে দিকটা তা হলো ইউরোপের অভ্যন্তরস্থ এই সংকটের দায়ও তারা বারবার পুতিনের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। অনেকটা ইইউ নির্দোষ, সব দোষ পুতিনের। বলা চলে এটি এই বইয়ের এনালিসিসের সবচেয়ে মৌলিক ভুল। এসব সমস্যার উৎস পুতিন নয়, খোদ ইইউর নীতি। পুতিন শুধু সেই অসন্তোষের ফায়দা নিচ্ছেন, যা পশ্চিমারা সবসময়ই এর চেয়েও গুরুতরভাবে নিয়ে থাকে।—সম্পাদক

[৪২] Simon Saradzhyan, "What Russia Won in Syria," Boston Globe, March 16, 2016, http://www.bostonglobe.com/opinion/2016/03/15/what-russia-wonsyria/6HWcnSUarefPp9hrS4uLQK/story.html.

হস্তক্ষেপে কোনো কাজ হবে না এবং তারা এক কর্দমাক্ত জলাভূমিতে আটকা পড়বে'।[৪৩]

অথচ মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত করে সিরিয়ায় তার মিশন সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দেন। একইসাথে রাশিয়ান সেনাদের প্রত্যাহার শুরু করেন এবং সিরিয়ায় স্থায়ী ঘাঁটি নির্মাণে মনোযোগ দেন।[৪৪] ফলে আমেরিকান নেতাদের মুখে চুনকালি পড়ে, তাদের 'কর্দমাক্ত জলাভূমি' তত্ত্ব মাঠে মারা যায়। বারাক ওবামা ও তার উপদেষ্টারা নিশ্চিত ছিলেন যে সিরিয়া পুতিনের ভিয়েতনামে পরিণত হবে, কিন্তু পরিবর্তে এটি তার গ্রেনাডায়[৪৫] পরিণত হয়েছিল। এটি ছিল অস্ত্রোপচারের মতোই সূক্ষ্ম একটি সামরিক পদক্ষেপ, যেখানে লক্ষ্য ছিল সীমিত এবং ফলস্বরূপ যৎসামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে খুব দ্রুত সফলতা নিয়ে এসেছিল।

সিরিয়ায় অভিযানে ভ্লাদিমির পুতিন বাশার আল-আসাদের মধ্যপন্থী বিরোধীদের প্রায় নির্মূল করে ফেলেন। আইএস সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্লোবাল লিডার হিসেবে আবির্ভূত হন। ইরানের সাথে সম্পর্ক গভীরতর করেন। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার নিজস্ব সামরিক, রাজনৈতিক, এমনকি বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রসার ঘটান। গত দুই দশকের কোনো পশ্চিমা সামরিক পদক্ষেপ এই মাত্রার সাফল্যের কাছাকাছিও অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সিরিয়ায় পুতিনের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা উপলব্ধি করা পশ্চিমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একজন কলামিস্ট যেমনটা বলেন, 'ভ্লাদিমির পুতিন যা চেয়েছিলেন, তাই অর্জন করেছেন'।[৪৬]

সিরিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষমতার খেলা ইউরোপেও তার এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়েছে। বাশার আল-আসাদকে অস্ত্র সরবরাহ এবং রাশিয়ার নিজস্ব বাহিনী

---

[৪৩] Barack Obama, quoted in "So Much for Putin's Syria 'Quagmire': The Kremlin Has Achieved Its Goal of Propping Up Assad," Wall Street Journal, March 14, 2016, http://www.wsj.com/articles/so-much-for-putins-syriaquagmire-1457998429.

[৪৪] Michael Crowley and Nahal Toosi, "Did Putin Once Again Outfox Obama?," Politico, March 14, 2016, http://www.politico.com/story/2016/03/vladimirputin-syria-outfox-obama-220745.

[৪৫] গ্রেনাডা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ১৯৮৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরও কিছু ক্যারিবিয়ান দেশ সম্মিলিতভাবে গ্রেনাডায় অভিযান চালায়। গ্রেনাডার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। মাত্র আট বছর পূর্বে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র শোচনীয় ও লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়েছিল। গ্রেনাডায় সফল অভিযান সেই লজ্জা ঘুচাতে বেশ অবদান রেখেছিল। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই অভিযান সমাপ্ত হয়েছিল। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটিই তাদের সবচেয়ে সফল সামরিক হস্তক্ষেপ। এবং এতটাই সফল যে ভিয়েতনাম যেমন ব্যর্থতার প্রতিশব্দ, অনুরূপ সফলতার উপমা হিসেবে উল্লিখিত হয় গ্রেনাডা।—সম্পাদক

[৪৬] Saradzhyan, "What Russia Won."